(একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৫.০০.০০০০.১৪৩.১৬.০০১.২১ - ৪১

তারিখ: ২০ মাঘ ১৪২৭ / ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১

সভার নোটিশ

মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত আগামী ০৯-০২-২০২১ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মিনি সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৩৩৮, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক অনুবিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সিদ্ধান্তসমূহের হালনাগাদ তথ্যাদি/বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রমাণকসহ উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক

০৭/০২/২০২১
(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
উপসচিব
☎: ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@hsd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, তোপখানা রোড, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
৩। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
৪। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
৫। উপসচিব, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-০১, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৬। উপসচিব, জনস্বাস্থ্য-০১, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭। উপসচিব, প্রশাসন-০২, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮। পরিচালক, অর্থ ও বাজেট, নার্সিং ও মিডওয়াফারী অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৯। চিফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
১০। সিনিয়র সহকারি সচিব, বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-০১, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১১। মো: সাইদুর রহমান খান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (সিনিয়র সহকারি সচিব), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১২। ডা. অনিন্দ্য রহমান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিডিসি, মহাখালী, ঢাকা

১৩। জনাব মো: আব্দুল কাইয়্যুম, উপপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
১৪। সহকারি সচিব, ঔষধ প্রশাসন-০১ ও নীতি শাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৫। ওয়ার্কসপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
১৬। সৈকত কুমার কর, সহকারি পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

স্মারক নং- ৪৫.০০.০০০০.১৪৩.১৬.০০১.২১ - ৪১

তারিখ: ২০ মাঘ ১৪২৭ / ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১। উপসচিব (নিরাপত্তা-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে গাড়িসহ বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের অনুরোধসহ)।
২। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫। সভাকক্ষ সমন্বয় কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। তাঁকে ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩/২/২১
(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
উপসচিব

মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত ০৭টি সিদ্ধান্তসমূহের হালনাগাদ তথ্যাদি

ক্রম	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	উপবৈ-২৩(০৪)/২০০৭, তারিখঃ ২১-০৪-২০০৭। বিষয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Health, Nutrition and Population Sector Program (HNPSP) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিস্থিতি পত্র (Status Report)। সিদ্ধান্তঃ ১৪.২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প আকারে কতিপয় সরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা যথাপদ্ধতিতে সক্ষম ও অভিজ্ঞ বেসরকারি সংস্থার (NGO) নিকট হস্তান্তর করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া হাসপাতালসমূহের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের প্রতিবেদনে জানায় যে, প্রাথমিকভাবে ১০/২০ শয্যাবিশিষ্ট ১০টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে PPP মডেলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের আগ্রহ যাচাই ও মার্কেট সার্ভে করার জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের অধীন জিএনএসপি ইউনিট কর্তৃক EOI (Expression of Interest) জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় । মোট ৫১ টি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আগ্রহ ব্যক্ত করায় তাদেরকে তালিকাভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১০/২০ শয্যার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটিকে কতিপয় NGO এর মাধ্যমে পরিচালনার জন্য Management Contract সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট এনজিওকে সরকারী ১০/২০ শয্যাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি এসব স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার বিষয়ে কোন প্রতিবেদন বা আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব এখনও পাওয়া যায়নি। বর্ণিত বিষয়ে নীতিগত সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত অর্থ বিভাগ হতে কোন সম্মতি পাওয়া যায়নি। ফলে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না ।
২	মসবৈ-০৭(০২)/২০১৫, তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিষয়-৩: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers for Development Projects) এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers) ও পুনঃঅর্পণ (Sub-Delegation) সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পরিপত্রসমূহ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ১২.৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বেশ কিছু শাখায় ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল শাখায় শাখায় ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চালু করা হবে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি), তেজগাঁও, ঢাকায় ক্রয় কার্যক্রম আংশিকভাবে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে হয়ে থাকে । স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) কর্তৃক ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক শতভাগ ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি (e-GP) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের ২০২০-২১ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে ও এই ইউনিটের

		ওয়েবসাইট www.heu.gov.bd এ আপলোড করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং এর জন্য CPTU থেকে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের জন্য পৃথক ID সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এই ইউনিটের সকল বুদ্ধিবৃত্তিক সেবার Expression of Interest (EOI), CPTU এর ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির (OTM) ক্রয়/সংগ্রহ ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
৩	মসবৈ-০৯(০৪)/২০১৮, তারিখ: ০৯ এপ্রিল ২০১৮ বিষয়-৫: 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন, ২০১৭'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ২৩.২। 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র-বাংলাদেশ আইন, ২০১৭'-এর খসড়া সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করিয়া পুনরায় ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করিতে হইবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, আইনটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য ০৪.০৩.২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে "আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ আইন,২০১৮" (উল্লেখ্য, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনামতে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের দপ্তরের তারিখঃ ১২.০৪.২০১৮ সূত্র স্বাপকম/ স্বাসেবি/মন্ত্রিপরিষদ/২০১৭-৪৩ নং পত্রে বর্ণিত "তবে, নতুন বৎসর শুরু হইবার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত আইনটিকে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র-বাংলাদেশ আইন,২০১৮ শিরোনামে অভিহিত করা আবশ্যক হইবে" মর্মে নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ-আইন,২০১৭' এর পরিবর্তে 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ আইন,২০১৮' হিসেবে অবহিত হয়ে কর্মকান্ড চলমান রয়েছে)- এর খসড়া সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করে পুনরায় ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদনের নির্দেশনা দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে পুনরায় ভেটিং করে দেয়ার জন্য গত ১৭.০৫.২০১৮ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নথি প্রেরণ করা হয়েছে এবং নথিটি দীর্ঘদিনেও ফেরৎ না আসায় বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে জানা গেছে নথিটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। পরবর্তীতে গত ০৮.১১.২০১৮ তারিখের নং-স্বাপকম/ জনস্বাস্থ্য-১/আমসভা/সেমিনার-০১/২০১০/২০৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ/ তাগিদপত্রও প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত ০২.০১.২০২০ তারিখে আইন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর হতে জানানো হয় যে, নথিটি অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি। গত ২২.০৯.২০২০ তারিখ উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১) মাননীয় মন্ত্রী, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে মন্ত্রীর একান্ত সচিব জানান যে, নথিটি নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। পরবর্তীতে ২২.১০.২০২০ তারিখে যোগাযোগ করা হলে মন্ত্রীর

		একান্ত সচিব জানান যে, বিষয়টি মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করা হবে। ১৬.১১.২০২০ তারিখে যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) মহোদয় লেজিসলেটিভ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিবের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান বিষয়টি মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করা হবে।
৪	মসবৈ-১৪(০৮)/২০১৯, তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০১৯ বিষয়-১:মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৯ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন। **সিদ্ধান্ত:** ৯.৩। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগী করিয়া বাংলায় প্রণয়ন করিবার বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, ১। The Pharmacy Ordinance, 1976 : বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পসমিতি (বিএপিআই) এবং বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত "The Pharmacy Ordinance, 1976" এর খসড়ায় কিছু বিধি-বিধান সংযোজনের জন্য প্রস্তাবনা করেছে। বর্তমানে প্রস্তাবনাগুলির যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। ২। The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন-২০১৯' এর খসড়ার উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (আইন) এর সভাপতিত্বে গঠিত আন্ত মন্ত্রণালয়ের কমিটির ১৫.১০.২০১৯ খ্রি: তারিখের সভায় কিছু সংশোধনী আনা হয়। সংশোধনীসমূহের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) এর সভাপতিত্বে গত ২৬.১১.২০১৯ তারিখে বিএমএ এর প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন, ২০১৯' এর খসড়ার উপর কোন সংযোজন, বিয়োজন বা মতামত থাকলে তা আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে Justification এবং ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকলের লিখিত মতামত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি সংশ্লিষ্টদের মতামত না পাওয়ার প্রেক্ষিতে পুনরায় ১৮.১১.২০২০ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত পাওয়ার পর তা সন্নিবেশ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশোধনীর আলোকে খসড়া প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি বরাবর দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হবে। ৩। The Drug control Ordinance : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন শাখার চেক লিষ্ট অনুযায়ী গত ০৭.০৪.২০১৯ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ "ঔষধ আইন-২০১৯" অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে। কিন্তু ইতোমধ্যে উক্ত আইনের খসড়ায় কিছু বিধি বিধান (ভেটেরেনারী সংক্রান্ত) অর্ন্তভুক্তির জন্য মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সেবা

৪		বিভাগে কিছু সুপারিশ সম্বলিত পত্র প্রেরণ করে। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসমূহ যাচাই বাছাইয়ের বিষয়ে ০৪.০৯.২০১৯ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার গৃহিত সিদ্ধান্ত সম্বলিত কার্যবিবরণীর কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে "খসড়া ঔষধ আইন-২০১৯" অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৫	মসবৈ-০৬(০২)/২০২০ তারিখ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিষয়-১:'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। **আলোচনা:** ৭.১। শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, সমন্বিত শিশুস্বাস্থ্য-সেবার সম্প্রসারণ, শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা শিশু হাসপাতাল এবং উহার অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ইউনিটকে আইনি কাঠামোর আওতায় আনিবার নিমিত্ত 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯'-এর খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। ইহা প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। তবে, নূতন বৎসর শুরু হইবার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত আইনটিকে 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০২০' শিরোনামে অভিহিত করা আবশ্যক। ৭.২। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। **সিদ্ধান্ত:** ৮। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, মন্ত্রিসভা-বৈঠক কর্তৃক নীতিগত অনুমোদিত 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০২০' এর খসড়া ভেটিং এর জন্য নথি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ০২-০৩-২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে বিবেচ্য খসড়া বিলের বিষয়ে আইনটির নামকরণ (ধারা-৩), বাংলাদেশের যে কোন স্থানে ইনস্টিটিউটের শাখা কার্যালয় স্থাপন (ধারা-৪), হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী কম্পর্কিত (ধরা-৬), ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা (ধারা-৬), ইনস্টিটিউট/হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সুস্পষ্টীকরণ (ধারা-৭), ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান এ সদস্যগণের অপসারণ ও ক্ষমতা অপব্যবহার [ধারা ৮(২)], ঢাকা শিশু হাসপাতাল ও বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের দু'টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক ও দলিলাদি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদানপূর্বক ফাইলটি ফেরত প্রদান করেন। পরবর্তীতে উক্ত জবাব প্রস্তুত করে গত ১২-১০-২০২০খ্রি: তারিখে আইনটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। লেজিসলেটিভ বিভাগের মৌখিক চাহিদার প্রেক্ষিতে আইনটি'র কিছু সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে আইনটি লেজিসলেটিভ বিভাগের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০২০' এর খসড়া ভেটিং এর পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে অবগত করা যাচ্ছে।
৬	মসবৈ-১৭(০৭)/২০২০, তারিখ: ২৭ জুলাই ২০২০ বিষয়-১:মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০২০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন। **সিদ্ধান্ত:** ৭.২/ ৭.৩। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, ১। The Pharmacy Ordinance, 1976 : বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পসমিতি (বিএপিআই) এবং বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত "The Pharmacy Ordinance, 1976" এর খসড়ায়

	অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তৎপরিপ্রেক্ষিতে যে-সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুরূপ অধ্যাদেশ অদ্যাবধি অনিষ্পত্তিকৃত রহিয়াছে সেগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ আগামী তিন মাসের মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করিবেন। উপর্যুক্ত সময়ে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন আকারে প্রণয়নের আবশ্যকতা না থাকিলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এতৎসংক্রান্ত দুইটি আইন যথা: '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' এবং '১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-এর তফসিল হইতে উহা বিযুক্ত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।	কিছু বিধি-বিধান সংযোজনের জন্য প্রস্তাবনা করেছে। বর্তমানে প্রস্তাবনাগুলির যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। ২। The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন-২০১৯' এর খসড়ার উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (আইন) এর সভাপতিত্বে গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয়ের কমিটির ১৫.১০.২০১৯ খ্রি: তারিখের সভায় কিছু সংশোধনী আনা হয়। সংশোধনীসমূহের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) এর সভাপতিত্বে গত ২৬.১১.২০১৯ তারিখে বিএমএ এর প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন, ২০১৯' এর খসড়ার উপর কোন সংযোজন, বিয়োজন বা মতামত থাকলে তা আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে Justification এবং ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকলের লিখিত মতামত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি সংশ্লিষ্টদের মতামত না পাওয়ার প্রেক্ষিতে পুনরায় ১৮.১১.২০২০ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত সন্নিবেশ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশোধনীর আলোকে খসড়া প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি বরাবর দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হবে। ৩। The Drug control Ordinance : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন শাখার চেক লিষ্ট অনুযায়ী গত ০৭.০৪.২০১৯ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ "ঔষধ আইন-২০১৯" অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে। কিন্তু ইতোমধ্যে উক্ত আইনের খসড়ায় কিছু বিধি বিধান (ভেটেরেনারী সংক্রান্ত) অর্ন্তভূক্তির জন্য মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে কিছু সুপারিশ সম্বলিত পত্র প্রেরণ করে। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসমূহ যাচাই বাছাইয়ের বিষয়ে ০৪.০৯.২০১৯ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার গৃহিত সিদ্ধান্ত সম্বলিত কার্যবিবরণীর কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে "খসড়া ঔষধ আইন-২০১৯" অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৭	মসবৈ-৩১(১১)/২০২০, তারিখ: ২৩ নভেম্বর ২০২০ বিবিধ বিষয়-৪: 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়্যাল রেজিস্ট্যান্স কনটেইনমেন্ট ইন বাংলাদেশ (২০১৭-২২)'-শীর্ষক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ ও কার্যকরকরণ এবং	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১০৮.০০.০০২.২০-৫১৭, তারিখ:

	মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আরও কার্যকরভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। **সিদ্ধান্ত:** ৭। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক ২০১৭ সালে প্রণীত 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়্যাল রেজিস্ট্যান্স কনটেইনমেন্ট ইন বাংলাদেশ (২০১৭-২০২২)'-শীর্ষক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনানুগতার ভিত্তিতে হালনাগাদ এবং কার্যকর করিবার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে আরও কার্যকরভাবে গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।	২৫/১১/২০২০ খ্রি. সূত্রোক্ত স্মারকের মাধ্যমে গত ২৫/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়্যাল রেজিস্ট্যান্স কনটেইনমেন্ট ইন বাংলাদেশ (২০১৭-২০২২)'–শীর্ষক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ ও কার্যকরকরণ এবং আরও কার্যকরভাবে গবেষণা পরিচালনা করার নির্দেশনা দিয়ে অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) ও অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন) কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ০২। তাছাড়া উক্ত বিষয়ে National Action Plan এর আওতায় এ পর্যন্ত কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট National Action Plan এর কার্যক্রমে কিভাবে আরো গতিশীলতা আনয়ন করা যায়, প্রয়োজনে তা হালনাগাদকরণ এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণা-প্রতিষ্ঠানসমূহে আরও কার্যকরভাবে গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনার সহযোগিতার বিষয়ে কোন সমস্যা/ সুপারিশ থাকলে তা জরুরীভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-কে অবহিতকরণের অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।